কে হায় হৃদয় খুঁড়ে

ভজন সরকার

(১২)

আমার দ্বিতীয় দৃঢ়তার কথার বলার আগে নন্দিত -নিন্দিত লেখক নীরোদ সি চৌধুরীর " আমার দেবোত্তর সম্পত্তি " নামক বই থেকে বাংগালীর চারিত্রিক বৈশিষ্টের কিছু বর্ণনা উল্লেখ করছি । যদিও আমি বরেন্য ও ক্ষণজন্মা এই লেখকের উন্নাসিকতাকে চিরকালই তির্যক দৃষ্টিতে দেখেছি । তবু " বাংগালী জীবনে রমণী", " আত্মঘাতী বাংগালী", " আত্মঘাতী রবীন্দ্রনাথ "-সহ অনেক কালজয়ী বাংলা বইয়ের লেখককে মূল্যায়ন না করার ধৃষ্টতা দেখানো কঠিন । তাঁর ইংরেজীতে লেখা বইয়ের অবিসংবাদিত পাঠকপ্রিয়তার কথা না হয় না-ই উল্লেখ করলাম ।

উল্লেখিত বইটিতে তিনি বাংগালীর মানসিক যুগ-ধর্ম সম্বন্ধে বলতে গিয়ে যা বলেছেন , তার সাথে প্রবাসী বাংগালী সমাজের একটা সরলরৈখিক সমান্তরাল সমীকরণ টানা যায় অনায়াসে । সে বর্ণনার আগে সেই উদ্ধৃতিটি দেই-

> "সামনেই একটা অশত্থ গাছ । উহার নীচে এক রাখাল বালক ------- গান গাহিতেছে । কিন্তু হঠাৎ রাখাল বালক দেখিল তাহার গাই পাট ক্ষেতে ঢুকিয়া কচি নালিতা খাইতেছে । সে গান থামাইয়া তাড়াক করিয়া লাফাইয়া দাঁড়াইল ও পাচনিটা কুড়াইয়া লইয়া চীৎকার করিল-
> ' ও হালার গাই, ও পুঙ্গীর বাই, আইলে? আরাঙ্গি মারাম কুইলে । (ও শালার গাই, ও পুঙ্গীর ভাই-প্রচলিত গালি- এলি ? ঢিল ছুড়ব কিন্তু) । গাই তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিল ।
>
> সং সারে বাস করিতে গেলে অবশ্য প্রতিদিন ' পুঙ্গীর ভাইদের' সংসর্গে আসিতে হয়, এড়াইবার কোন উপায় নাই; এমন কি দুর্ভাগ্য হইলে রাত্রিতে " পুঙ্গীর বোনেদের" সঙ্গেও এক শয্যায় শুইতে হয়; দুর্ভাগিনী হইলে পুঙ্গীর ভাইদের সঙ্গে শুইতে হয় । তবুও বলিব- বাস্তব পুঙ্গীর ভাইবোন হইতে স্বপ্নের আপনভোলা বাংগালী সত্য ।"

দীর্ঘদিন যারা প্রবাসে আছেন তারাই ভাল জানেন প্রতিদিন কত " বাস্তব পুঙ্গীর ভাইবোনদের " সাথে মেলামেশা করতে হয় । ইচ্ছা করলেও এড়িয়ে যাবার উপায় নেই । আমি বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই তার একটি উদাহরণ দেবো ।

কানাডার উইন্ডসর শহরে থাকতে বাংলাদেশী বাংগালীদের (যদিও পরে জেনেছি সে সংগঠনের অধিকাংশই বাংগালী না , বাংলাদেশী জাতিসত্ত্বায় বিশ্বাস করে) একটা আন্তর্জালিক গ্রুপে সংযুক্ত ছিলাম । নিজের আগ্রহে নয়- এক জনের অনুরোধে । সেখানে প্রতিদিন অসংখ্য ই-মেল আসতো নানা বিষয়ে । একদিন দেখি একটা ই-মেল এসেছে কানাডায় শরিয়া আইন আর শরিয়া ব্যাংক প্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানানোর আবেদন । আমি লিখলাম ," এ সব ধান্দাবাজি ছাড়া আর কিছু না ।" মৌমাছির চাকে ঢিল ছুড়লে যে রকম ভাবে মৌমাছি ঝাপিয়ে পড়ে চারদিক থেকে সে রকম ভাবেই ই-মেল আসতে শুরু করে দিলো । " ধান্দাবাজি " শব্দটা নাকি অশ্লীল ? অথচ ধান্দাবাজের কাজকে ধান্দাবাজি বলা ছাড়া আর কোন শব্দ আছে কিনা আমার জানা নেই । আর শরিয়া আইন যে ইসলামেরও একটা বিতর্কিত আর নারী সমাজকে হেয়

প্রতিপন্ন করার আইন - এটা সভ্য সমাজের সব মুসলমান নারী-পুরুষই মনে করেন । অথচ অনেকের দাবী,মুসলমানের শরিয়া আইন-ই যদি না থাকে তবে থাকলো কি ? শরিয়া আইনের বিপক্ষে এই মন্তব্য মুসলমানের বিপক্ষেই মন্তব্য ইত্যাদি ইত্যাদি । অর্থ্যাৎ বাঘে ছুঁলে কত ঘা হয় জানি না , তবে ধর্মীয় মৌলবাদিদের হাতে পড়লে যে যুক্তির নৌকা জলে কেনো পাহাড়েও চলে সে সময় বুঝেছিলাম ।

কিন্তু শুধু বাক্য বানেই শেষ নয়। কিছু দিন পরে আমার কাছে চিঠি আসলো কয়েকজন বাংলাদেশীর -যারা দেশের মতোই নিজেদেরকে মাতব্বর আর মুরুব্বী মনে করে থাকেন । আর এমন নির্লজ্জ শ্রেনীর টাউট -বাটপার প্রবাসের প্রায় সব কমিউনিটিতেই দেখা যায় । যাদের পেশা আর নেশা সংগঠনের নামে বিভিন্ন দল-উপদল তৈরী করা । তারা যৌথভাবে আমাকে দোষী সাব্যস্থ করেছে আমার অনুপস্থিতিতেই বিচার করে । এবং আমাকে তাদের ফতোয়া অনুসারে ক্ষমা চাইতে হবে । সব চেয়ে আশ্চর্য এদের প্রায় সবাই ছাত্রজীবনে বাংলাদেশের বাম ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়ন কিংবা প্রগতিশীল বলে পরিচিত ছাত্র লীগের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন । এখন ধর্মকেই নিজেদের বর্ম মনে করে কেউ টুপি নিয়ে নিয়মিত মসজিদে - আর কেউ আবার মন্দিরে দৌড়দৌড়ি করেন ।

তারা আমাকে ক্ষমা চাইতে অনুরোধ করার সময় যেটা ভুলে গিয়েছিলেন তা হলো ,আমি কখনো ক্ষমা চাইনা ;কিন্তু ক্ষমা করে দেই । তা ছাড়া এই ধর্মীয় মৌলবাদী ‘‘পুঙ্গীর ভাইদের’’ কাছে তো নয়-ই । এটা আমার চারিত্রিক ধর্ম । কেননা, আমার এই প্রগতিশীল ও প্রতিবাদী বিশ্বাস সব সময় আমাকে সাহস জুগিয়ে এসেছে সারাজীবন নানা প্রতিকূলে, নানা প্রতিরোধে । যেমন তাদেরকেও পরবর্তিতে নিজেই ক্ষমা করে দিয়েছি । যদিও একজন আইনজীবি আমাকে মামলা করার এবং মামলায় তারা যে দোষী সাব্যস্থ হবে আইনকে নিজেদের হাতে তুলে নেয়ার মতো জঘন্য অপরাধে, সে রকম প্রতিশ্রুতিতেও আমি আইন -আদালত না করে স্বভাব সুলভ ভাবেই ক্ষমা করে দিয়েছিলাম । কারণ, এক মাত্র আদালত ছাড়া কাউকে বিচার করে দোষী বানানোর কোন ক্ষমতা কারোর নেই । তা সে পারিবারিক বা সামাজিক যে কোন সংগঠন বা দল হোক না কেন ।

তাছাড়া তার কিছু দিন পরেই কানাডায় সরকারী ভাবে ঘোষনা করা হলো যে , কোন ধর্মীয় গোষ্ঠির দাবিতে শরিয়া আইনের মতো বিতর্কিত আইন প্রচলন করা হবে না । বরং কেউ যদি কানাডার প্রচলিত সার্বজনীন আইন না মানতে চায়-তার জন্য কানাডা থেকে বের হয়ে যাবার রাস্তা সব সময় খোলা । শরিয়া আইনের প্রতি দরদী সেই পুঙ্গবদের কিন্তু কানাডা থেকে চলে যেতে শুনি নি ।

আমি বাংগালীর এই চারিত্রিক বৈশিষ্টের কথা আগে থেকেই পড়েছিলাম এবং তখনই ঠিক করেছিলাম ‘‘বাস্তব পুঙ্গীর ভাইবোনদের ’’ চেয়ে স্বপ্নের আপনভোলা বাংগালীকেই সারাজীবন সত্য বলে মনে করবো । ঠিক এখনো সেটাই মনে করি ।

(চলবে)

।। ডিসেম্বর ৩০ ,২০০৭। লেক সুপিরিয়র। কানাডা ।।